গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা,তেজগাঁও, ঢাকা।
E-mail:dgdncbd@gmail.com, Website :www.dnc.gov.bd

নং- ৪৪.০৪.০০০০.০০৮.০৬.০১৮.১৮/৫৮৪৮ তারিখ: ২৮/১০/১৮

বিষয় ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল হাসপাতালে **IMCCoD (International Form of Medical Certificate of Cause of Death)** কার্যক্রম দ্রুত চালুকরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১২.১০.০০১.১৮-৭২৭, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৮।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা, বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা এবং সকল বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে International Form of Medical Certificate of Cause of Death (IMCCoD) কার্যক্রম দ্রুত চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ১৫/১১/২০১৮ তারিখের মধ্যে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ০২(দুই) পাতা।

২৮/১০/১৮
(ঊর্মি দে)
সহকারী পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা ।
২। অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/খুলনা/ সিলেট/বরিশাল/ময়মনসিংহ/ রংপুর/গোয়েন্দা শাখা, ঢাকা, প্রধান কার্যালয়।
৩। সিষ্টেম এনালিষ্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। আদেশটি অত্র অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৪। উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় .....।
৫। তত্ত্বাবধায়ক/মেডিকেল অফিসার, আঞ্চলিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা।
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক/নির্বাহী পরিচালক/পরিচালক/চেয়ারম্যান .....
.....

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ-

১। সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০১২.১০.০০১.১৮- ৭২৭

তারিখ ঃ ০৪ আশ্বিন ১৪২৫
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিষয়ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল হাসপাতালে IMCCoD (International Form of Medical Certificate of Cause of Death) কার্যক্রম দ্রুত চালুকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের ডি.ও পত্র নম্বর- ১০৮, তারিখ: ০৮ আগস্ট ২০১৮ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে প্রাপ্ত পত্রের (কপি সংযুক্ত) প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন কারা অধিদপ্তর ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতালসমূহে International Form of Medical Certificate of Cause of Death (IMCCoD) কার্যক্রম দ্রুত চালুকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে ০১ (এক) পাতা।

(মুহাম্মদ আবদুল হাই মিলটন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ০২-৪৭১২৪৩৩৭
admin1@ssd.gov.bd

বিতরণ (সদয় কার্যার্থে):

১। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

১। অতিরিক্ত সচিব, (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ)/(কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ০৪.০০.০০০০.০০১.১২.০০২.১৮.১০৮

তারিখ: ২৪ শ্রাবণ ১৪২৫
০৮ আগস্ট ২০১৮

প্রিয় সহকর্মী,

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সিআরভিএস (সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স) সম্মেলনে সিআরভিএস-এর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ৬টি মূল্যবান সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের চতুর্থ সেমিনারে উপস্থাপিত বিষয় ছিল "Registering Death with Cause of Death: Health Policy Perspective." বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আপনি অবগত আছেন যে ভবিষ্যৎ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করা অপরিহার্য। আমাদের দেশে প্রতিবছর ৯,০০,০০০ (নয় লাখ) লোক মারা যান। এ বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ মানুষ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান। অবশিষ্ট ৮৫ ভাগ মানুষ হাসপাতালের বাইরে মারা যান। তবে দেশের অব্যাহত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণকারী মানুষের হার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মানুষের মৃত্যুও বৃদ্ধি পাবে এবং হাসপাতালের বাইরে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাবে। হাসপাতালের বাইরের মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করা জটিল ও সময়সাপেক্ষ হলেও হাসপাতালে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১৯৬৭ সালে ২০তম বার্ষিক সম্মেলনে হাসপাতালে মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণ International Form of Medical Certificate of Cause of Death (IMCCoD) প্রয়োগ করে নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে পৃথিবীর উন্নত দেশসহ প্রায় সকল দেশ, হাসপাতালে মৃত্যুর কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী নির্ণয় করছে। পরিতাপের বিষয় হলো, দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশে এ পদ্ধতি চালু হয়নি। বাংলাদেশে এখনও বিজি ফরম ৮০৪ মৃত্যুর কারণ নির্ণয় ও মৃত্যুর প্রমাণপত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মৃত্যুর উক্ত প্রমাণপত্রে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে Cardio-respiratory failure, Stroke, Heart Attack জাতীয় mode of dying-কে মৃত্যুর কারণ হিসাবে দেখানো হয়, যা বর্তমান বিশ্বে কোনভাবেই মৃত্যুর কারণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী হাসপাতালে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য International form of Medical Certificate of Cause of Death (IMCCoD) ব্যবহার করা হলে মৃত্যুর প্রধান কারণ, অন্তর্নিহিত কারণসহ মৃত্যু ঘটানোর সাহায্যকারী কারণসমূহ সহজেই চিহ্নিত করে এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ডাইবেইজ DHIS-2 (District Health Information System-2)-এ প্রেরণ করে মানসম্মতভাবে inter-operable database সংরক্ষণ করা যায়।

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি হাসপাতালে **(ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)** IMCCoD প্রয়োগ করে ব্যাপক সফলতা পাওয়া গেছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় সংক্রান্ত এই উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণের অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। এই সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বিভাগীয় শহরে প্রথম প্রজন্মের অবশিষ্ট ৫টি হাসপাতালে **(চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট এএমজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা মেডিকেল হাসপাতাল, বরিশাল)** IMCCoD–এর মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে উক্ত হাসপাতালসমূহের ৭ হাজারের অধিক চিকিৎসককে IMCCoD–এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত ১১টি হাসপাতাল থেকে মৃত্যুর যথাযথ কারণ সংবলিত ১২ হাজারের অধিক IMCCoD ফরম ইস্যু করা হয়েছে। এইগুলির তথ্য ICD-10 (International

তবে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ভাল ফলাফলের জন্য এবং হাসপাতালে সকল মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের স্বার্থে এ কার্যক্রম হাতেগোনা কয়েকটি হাসপাতালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে IMCCoD জরুরি ভিত্তিতে চালু করা প্রয়োজন, যা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়াসহ এসডিজি অর্জন এবং সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার জন্যও অপরিহার্য। সকল হাসপাতালে এই কার্যক্রম চালুর জন্য সম্প্রতি আমার একটি ডিও পত্রের আলোকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে পর্যায়ক্রমে IMCCoD চালুর প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় পরিচালিত হাসপাতালগুলি স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সমন্বিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে আপনার বিভাগের আওতায় পরিচালিত হাসপাতালসমূহে IMCCoD-এর মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। এ জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বর্ণিত প্রকল্প থেকে প্রয়োজনানুসারে চিকিৎসকগণকে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করবে।

বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্যখাতের প্রশংসনীয় অবদান আমি আজ গর্বের সঙ্গে স্মরণ করছি। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্বাস্থ্য খাতের ভূমিকা অপরিসীম। আমার বিশ্বাস বিশ্বের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলার জন্য আমাদের মেধাবী চিকিৎসকগণ হাসপাতালে তাঁদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুর সঠিক কারণ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্ণয় করতে অবশ্যই সফল হবেন।

এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল হাসপাতালে IMCCoD কার্যক্রম দ্রুত চালুকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার,

০৮.০৮.১৮

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।